দূষণে আক্রান্ত মানুষ

দূষণ সৃষ্টিকারীর মদতদাতা রাজ্যসরকার

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে প্রায় দেড়শো দেশ, পনেরো হাজার প্রতিনিধি আলোচনায় বসেছেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী ও আরো অনেকে সেখানে হাজির। কার্বন গ্যাস নির্গমন ও অন্যান্য গ্যাস দূষনের ফলে বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত করে তুলছে। চারপাশের চেনা ভূগোল পাল্টেযাচ্ছে। পরিবেশ ভয়ঙ্কর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আবহাওয়া পরিবর্তন যদি কার্বন নির্গমন তথা কার্বন দূষণ হয় তবে তার জন্য দায়ী আমাদের সরকারের তরফে যে উন্নয়নের ধাচা বা মডেল খাড়া করা হচ্ছে সেটাই।

মানুষের চারপাশে বেঁচে থাকার জন্য, জীবিকার প্রয়োজনে জল-জঙ্গল-জমির প্রাকৃতিক, সামুদায়িক ও স্বাভাবিক অধিকারকে পুঁজির আগ্রাসনের একমাত্র বিষয় বানিয়ে তুলেছে কেন্দ্র, রাজ্য উভয় সরকার। মনে রাখতে হবে এমনই এক পরিবেশ সম্মেলনে 'কার্বন বানিজ্য জলবায়ু দূষণ বন্ধের উপর বিশ্ব সম্মেলনে পুঁজি ও বাজারের প্রস্তাব মত চাহিদা মনে করা হয়েছিল। এ এমনই এক ফাটকা ব্যবসা সেখানে পুঁজি বাড়বে — কার্বন দূষণ কমবে না। পৃথিবীর তাপবৃদ্ধি সংকট বাড়ছে আর এর ফলে ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন ঘটছে, অরণ্য, কৃষিজমি ধ্বংস হবে। কাজ হারাবে কৃষক, ক্ষেতমজুর, গ্রামিন শ্রমিক। উচ্ছেদ হবে গরীব মানুষ। সমীক্ষা বলছে তিন কোটি মানুষ এই সব কারণে উচ্ছেদ হয়েছে। আরো হবে। যত বেশি তথাকথিত নগরায়ন তত বেশি বেশি শক্তির প্রয়োজন। এরই ফলস্বরূপ ঘটবে আরও বেশি বেশি কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমন অন্যান্য কারণ জনিত দূষণ। শ্রম নিবিড় শিল্প উঠে গিয়ে প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প গড়ে উঠবে। গড়ে উঠবে খুচরো ব্যবসার বদলে কেন্দ্রিভূত মল, বাজার, বড় আবাসন-বড় নির্মাণ। আমেরিকার মত তথাকথিত ধনী দেশ জীবাশ্ম জ্বালানী অর্থাৎ কয়লা, তেল ইত্যাদি আরো বেশি বেশি পোড়াবে আর আমাদের মত গরীব দেশের মানুষ দূষণ করার অধিকার বেচে দেবে (কার্বন ক্রেডিট)। কার্বন গ্যাস নিঃসরণ ধারণ করতে পারে যে জলাশয় জমি, জঙ্গল এসবকেই আজ উন্নয়নের কথা বলে ধ্বংস করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে বিগত বছরগুলিতে শিল্পয়ান-উন্নয়নের নামে সরকারি মদতপুষ্ট জল-জমি-জঙ্গলের এক ধ্বংস লীলা চলছে। রাজ্য সরকার এই সংক্রান্ত, পরিবেশ আইন, অরণ্য আইন, ভূমি আইন এসব কিছুকেই ধার ধারছে না। একদিকে সরকার কার্বন নির্গমনের কথা বলবে অন্যদিকে শিল্পয়নের নামে স্পঞ্জ আয়রণ কারখানার মত অতিমাত্রায় কার্বন দূষণ সৃষ্টিকারী সংস্থাকে রাজ্যে উৎপাদন চালিয়ে যেতে দেবে—এটা মেনে নেওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবেশ দপ্তর তথা দূষণ পর্বদ আজ পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে বা বন্ধে যত না তৎপর তার থেকেও বেশি সক্রিয় দূষণ সৃষ্টিকারি সংস্থা/ব্যক্তির রক্ষাকর্তার ভূমিকায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৫৫টি স্পঞ্জ আয়রণ ইউনিট ছড়িয়ে আছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, খড়গপুর, দুর্গাপুর অঞ্চলে। কর্মসংস্থান সাকুল্যে এগারো হাজার, প্রায় পুরোটাই ঠিকা মজুর। আইন মেনে নূন্যতম মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা বাবদ বেনিফিট কিছুই জোটে না এদের। স্পঞ্জ আয়রণ দূষণে আক্রান্ত আশপাশের অঞ্চলের মানুষ। সব জায়গাতেই ভুগছেন কঠিন সব শ্বাসকষ্ট সহ অন্যান্য অসুস্থতায়। পানীয় জলের উৎসগুলি পুকুর, ডোবা, নদী সব দূষিত হয়ে চলেছে। স্পঞ্জ আয়রণ কারখানাগুলি মাটি থেকে পাম্প করে জল টেনে নেওয়ার ফলে জলস্তর নেমে গেছে। এইসব এলাকা খরাপ্রবন অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে, ফসল নষ্ট হচ্ছে। বিঘা পিছু জমিতে আগে যত শস্য উৎপাদন হতো এখন তার অর্ধেক উৎপাদন হচ্ছে। ঝাড়গ্রাম লোধাগুলিতে শালপাতা সংগ্রহ করে, বেচে তারা জীবিকা চালাত। স্পঞ্জ আয়রণ কারখানা সৃষ্ট দূষণে আজ সেই শালপাতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জীবিকা নেই কয়েক হাজার মানুষের। একইভাবে কালো ধান বাজারে বিক্রি হয় না। এমনিভাবে হাজার হাজার মানুষের পরম্পরাগত জীবিকা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। জল নেই, জমিতে উৎপাদিত শস্য বাজারে বিক্রি বা বাড়িতে খাওয়ার অবস্থায় থাকছে না। হারিয়ে যাচ্ছে প্রধান কর্মসংস্থান। অথচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী বলে চলেছেন স্পঞ্জ আয়রণ কারখানা তথা মিনি ইস্পাত কারখানা অঢেল কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগের গল্প। কার স্বার্থে! কিসের বিনিময়ে এই উন্নয়ন?

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইদানিং প্রায়শই আইনের শাসনের কথা বলছেন। দূষণে আক্রান্ত মানুষ পরিবেশ আইনের সাহায্য নিয়ে যখন দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের দ্বারস্থ হন, অভিযোগ জমা পড়ে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুনানিও হয়, অনেক

হম্বি তম্বি হয়, দূষণ সৃষ্টিকারি কর্তৃপক্ষ/সংস্থাকে ডেকে বন্ধের শাসানি চলে, কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়না। এরপরে শুরু হয় পর্ষদের তরফে কাঁদুনি আর ফিরিস্তি। জীবিকা, উন্নয়ন এসব নিয়েই লবি করে কোণঠাসা করা হয়। যারা দূষণে আক্রান্ত মানুষদের পক্ষে অভিযোগকারি তাঁরা বনে যান 'ভিলেন'। এতসব কিছুর পরে যদি 'পরিবেশ ট্রাইবুনালে পৌঁছে যেতে পারেন ভাববেন না সেখানে আপনার বিচার পাওয়ার সুযোগ আছে। উদাহরণ দিই, এ বছরই ৭ জুলাই এমনি এক অনিয়মিত বসা পরিবেশ আদালন নির্দেশ দিলেন রশ্মি সিমেন্ট ঝাড়গ্রামের জিতুশোলের স্পঞ্জ আয়রণ কারাখানাটি দূষণ সৃষ্টি করছে এবং গত বছর ধরে পর্ষদের দেওয়া কোনো সুপারিশ কার্যকর করছে না। তাই আদালত বন্ধের নির্দেশ দিলেন। এতো মারাত্মক ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন থাকবে অথচ দূষণ সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত হয়ে কারখানা বন্ধের নির্দেশ দেবে পরিবেশ ট্রাইবুনাল? শুরু হলো লবি। পরিবেশ আদালতের বিচারপতির আদেশের ওপর স্থগিতাদেশ দিলেন দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের একজন আধিকারিক। কারখানা বন্ধ হল না। এরপর আরো মজার ঘটনা ঘটল। ৩রা নভেম্বর'০৯ পরিবেশ আদালত রাজ্যের তিনটি স্পঞ্জ আয়রণ ইউনিট সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং নাগরিকদের দ্বারা দূষণের দায়ে অভিযুক্ত ঝাড়গ্রাম রেলইয়ার্ডের স্পঞ্জ আয়রণ কারখানার কাঁচামাল ওঠানামার কাজ বন্ধের। না, সে আদেশ কার্যকর হলো না। জানা গেল, পরিবেশ আদালতের বিচারপতিরা জানতেনই না যে তাদের সময়সীমা অক্টোবর' ২০০৯-এ শেষ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আইন আছে ব্যবহার নেই; আদালত আছে বিচারক নেই, দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্যদ আছে তবু দূষণের রমরমা। পরিবেশ দপ্তর পুঁজির স্বার্থে ধনী দূষণ সৃষ্টিকারিকে মান্যতা দেয়। রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে পর্ষদকে দূষণ নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহনে নিস্ক্রিয় করে রাখা হয় — এরই ফাঁকে ফুলে ফেঁপে ওঠে পর্ষদের এক শ্রেণীর দুর্নীতি পরায়ন অফিসার।

একদিকে জলবায়ু পরিবর্তন কার্বন নিঃসরণকে দায়ী করে কার্বন গ্যাস কমানো, ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রন বন্ধের কথা বলা হবে — অন্যদিকে রাজ্যে শিল্পায়নের নামে ব্যাপক কার্বন দূষণ ঘটবে — এটা মেনে নেওয়া যায় না।

এই পৃথিবী কার্বন গ্যাস নিঃসরণ থেকে মুক্ত হোক এমন দাবী যদি আমরা করি তবে অবশ্যই দাবী করতে হবে যে এ রাজ্য থেকে অবিলম্বে সমস্ত স্পঞ্জ আয়রণ কারখানা বর্তমান প্রযুক্তিতে চলতে দেওয়া যাবে না। পরিবেশ বাঁচাও লক্ষ্যে কোপেনহেগেনে সম্মেলন যখন চলছে আমরা সমবেত হয়েছি রাজ্য পরিবেশ দপ্তরের সামনে ক্ষোভে, বিক্ষোভে, প্রতিবাদে।

রাজ্য সরকার দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদকে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রনে/নিঃসরনে আইন মেনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোনো অজুহাতেই পরিবেশ দূষণরোধে ব্যবস্থা গ্রহনে টালবাহানা করা চলবে না। এরপরেও যদি দূষণ নিয়ন্ত্রনে শিথিলতা দেখা যায় তবে দূষণ থাকবে কিন্তু দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদ থাকবে না। পরিবেশ দপ্তরকে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট দিবসে বক্তৃতায় নয় দূষণ বন্ধে সারা বছর সক্রিয় থাকতে হবে।

আজ তাই দূষণে আক্রান্ত মানুষ, সহযোগী সংগঠন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি সবাই জড়ো হয়েছি এই প্রতিবাদ সভায়। অবিলম্বে সুস্থ পরিবেশে বসবাস, গরীব মানুষের জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা এবং প্রাকৃতিক আয়লা'র মত বিপর্যয় রুখতে আসুন সবাই মিলে দাবী তুলি—

- **পরিবেশ আইন মেনে পরিবেশ দপ্তর কাজ কর নয় পরিবশে দপ্তর বন্ধ কর।**
- **বর্তমান প্রযুক্তিতে চলা সমস্ত স্পঞ্জ আয়রণ কারখানা বন্ধ করতে হবে।**

• পুরন্দরপুর অঞ্চল পরিবেশ • সুরক্ষা সমিতি , বাঁকুড়া • পরিবেশ সুরক্ষা কমিটি, ঝাড়গ্রাম • দুর্গাপুর পিপ্‌লস সায়েন্স এণ্ড কালাচারাল ফোরাম, দুর্গাপুর • সবুজ মঞ্চ • দিশা • গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি, হাওড়া • উৎসমানুষ • বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী • নেসপন • নাগরিক মঞ্চ

নাগরিক মঞ্চের পক্ষে পবন মুখার্জী কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, রুম নং-৭ কলকাতা-৮৫ হইতে প্রকাশিত